ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গত ১৮ মার্চ টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’ প্রতিবেদন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর

১. মহান জাতীয় সংসদ নিয়ে ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’ নামক গবেষণাটি টিআইবি’র এখতিয়ারভুক্ত কিনা?

উত্তর: মহান জাতীয় সংসদের কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা টিআইবি’র সার্বিক কার্যক্রমের এখতিয়ারভুক্ত। টিআইবি বাংলাদেশে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মহান জাতীয় সংসদ। টিআইবি মনে করে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে কার্যকর জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তাই নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে টিআইবি এই ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এই প্রতিবেদন এবারই প্রথম নয়। ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ১০টি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। টিআইবি’র সার্বিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পার্লামেন্ট পর্যবেক্ষণ গবেষণাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন সাপেক্ষেই করা হয়। একই সাথে টিআইবি’র সকল প্রকল্পের তথা কার্যক্রমের অনুমোদন, অর্থছাড় থেকে শুরু করে নির্ধারিত খাতে অর্থের ব্যয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনভাবেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে, এই গবেষণা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংসদ সচিবালয়কে অবহিত করে ও তাদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের ম্যাণ্ডেট নিয়ে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ও অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মরত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানভিত্তিক দাবি ও চাহিদা উত্থাপন টিআইবি’র মূল কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ও অপরিহার্য অধ্যায়। টিআইবি’তে কর্মরত ও এর সাথে স্বেচ্ছাসেবাসহ বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত সকলেরই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কার্যকর সংসদ বিষয়ে মত প্রকাশ সাংবিধানিক অধিকার ও কর্তব্য। অতএব, এই প্রতিবেদন টিআইবি’র এখতিয়ারভুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

২. টিআইবি’র অর্থের উৎস কি?

উত্তর: টিআইবি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র একটি নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা। সরকারের অনুমতি ছাড়া টিআইবি কোন সূত্র থেকে অর্থ উত্তোলন বা অনুমোদিত নির্দিষ্ট খাতের বাইরে কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারে না। টিআইবি’র বর্তমান অর্থসূত্র বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন: যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি, সুইজারল্যাণ্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড কো-অপারেশন (এসডিসি), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিস অ্যাম্বেসি। টিআইবি তার আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন, নিবন্ধন নবায়ন, প্রকল্পের অর্থ ছাড় ইত্যাদি সব আর্থিক বিষয়াদি নিয়মিতভাবে সরকারের কাছে পেশ করে আসছে। এসকল তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তও রয়েছে।

৩. এই প্রতিবেদন কি দল-নিরপেক্ষ?

উত্তর: টিআইবি’র সকল গবেষণার মত সংসদ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ, পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য, তথ্য-নির্ভর, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’ গবেষণাটি কখনোই কোন রাজনৈতিক দল, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অথবা কারো প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন বা বৈরীতায় দুষ্ট নয়। এযাবৎ প্রণীত ১০টি প্রতিবেদন প্রণয়নে কোন্ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় বা কারা বিরোধীদলে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নবম জাতীয় সংসদ নিয়ে যেভাবে সংসদ কার্যকালের প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তেমনিভাবে অষ্টম সংসদের পূর্ণমেয়াদের ওপর অনুরূপ প্রতিবেদন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নবম জাতীয় সংসদে সরকারি দল ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, অন্যদিকে অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারি দল ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। এবারের প্রতিবেদনে

নবম সংসদের সাথে অষ্টম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ধর্মী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৪. টিআইবি অন্য কোন সংস্থাকে অর্থায়ন করে কি?

উত্তর: শুধুমাত্র সরকার অনুমোদিত নিজস্ব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি বিভিন্ন ইস্যু-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে যৌথভাবে সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এসকল কার্যক্রমে অর্থের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে টিআইবি'র তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত খাতওয়ারী সম্পন্ন হয়ে থাকে। টিআইবি সরাসরি অন্যকোন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করে না।

৫. টিআইবি কি রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক দল গঠনে আগ্রহী?

উত্তর: টিআইবি একটি দল নিরপেক্ষ ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সংগঠন। রাজনৈতিক দল গঠনের কোন অভিপ্রায় টিআইবি, এর কোন কর্মী বা এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির নেই। বরং টিআইবি'র নৈতিক আচরণবিধি অনুযায়ী এর সাথে সম্পৃক্ত কারো রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, কোন প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারণায় অংশ নেয়া অগ্রহণযোগ্য। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয় নতুবা পদচ্যুত হতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যেই এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণে সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অবদান রাখতে টিআইবি অঙ্গীকারাবদ্ধ। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িতদের যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণে ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসানের জন্য দেশের আপামর জনগণের দাবীর প্রতি টিআইবি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছে।

৬. ১৮ মার্চ প্রকাশিত 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' গবেষণাটিতে ১০ম সংসদ বা ভবিষ্যত জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোন মন্তব্য করা হয়েছে কি?

উত্তর: না। এটি কেবলমাত্র নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রমভিত্তিক একটি গবেষণা। এতে বর্তমান সংসদের কার্যক্রম নিয়ে কোনরূপ বিশ্লেষণ করা হয়নি বা সরকার/বিরোধীদল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয় নি। তবে প্রতিবেদন প্রকাশকালে মুক্ত আলোচনার প্রশ্নোত্তরের অংশ হিসেবে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক দশম সংসদে সংসদীয় পদ্ধতি ও চর্চায় বিরোধী দল বলতে যা বুঝায় সেই মাপকাঠিতে বাস্তব অর্থে বিরোধী দল নেই, এরূপ মন্তব্য করেছেন এবং যে দলটির পক্ষ থেকে বিরাধী দল হিসেবে দাবি করা হচ্ছে, সরকারের মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি কিভাবে সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা সম্ভব তা পরিষ্কার করে নিজস্ব দলীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করার আহবান জানান। একই সাথে এক প্রশ্নের উত্তরে একাদশ সংসদ নির্বাচন বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত ঘোষণা অনুযায়ী ২৪ জানুয়ারির পর থেকে সরকারের মেয়াদের পাঁচ বছরের মধ্যে যে কোন সময় আলোচনার উদ্যোগের কথা স্মরণ করেন।

উপসংহার:

টিআইবি আশা করে নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ সম্পন্ন আলোচ্য প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট সকল মহল ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবেন এবং তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কার্যকর সংসদ ও জবাবদিহিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন। পূর্ণ প্রতিবেদনটি টিআইবি'র ওয়েবসাইটে www.ti-bangladesh.org প্রকাশিত আছে। 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' সংক্রান্ত কোনরূপ জিজ্ঞাস্য থাকলে advocacy@ti-bangladesh.org অথবা info@ti-bangladesh.org ই-মেইলে যোগাযোগ করা যেতে পারে।